দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ... JAN 25 2000
পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

13

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের রয়ালটির ৪ কোটি টাকা অনাদায়ী

রেজানুর রহমান ॥ প্রশাসনিক দুর্বলতা ও দুর্নীতিমূলক মনোভাবের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের রয়ালটি বাবদ প্রায় ৪ কোটি টাকা অনাদায়ী পড়িয়া আছে। '৯৭, '৯৮ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের জন্য বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার নিকট হইতে বোর্ড

(২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রয়ালটি বাবদ এই অর্থ পাইবে। বিভিন্ন ব্যাংক রয়ালটি প্রদানের ব্যাপারে প্রকাশকদের পক্ষ হইতে গ্যারান্টি প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু ৩ বছরের ব্যবধানেও বাস্তবে বোর্ডের ফান্ডে কোন অর্থ জমা পড়ে নাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে এই ব্যাপারে তাগাদা দেওয়া হইলেও রয়ালটির অর্থ আদায়ের ব্যাপারে বোর্ডের পক্ষ হইতে তেমন কোন উদ্যোগও গ্রহণ করা হয় নাই।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অধীনে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা এই ক্ষেত্রে বোর্ডকে সহায়তা করিয়া থাকে। নির্দিষ্ট বইয়ের জন্য নির্দিষ্ট হারে রয়ালটি প্রদানের নিয়ম রহিয়াছে। '৯৭, '৯৮ সালে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের সময় ব্যাংকের গ্যারান্টির মাধ্যমে রয়ালটি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করিয়া বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করে। পরপর দুই বছর একই প্রক্রিয়ায় পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিক্রয় করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল মহল তাহাদের অর্থ আদায় করিয়া নিয়াছে। শুধু বোর্ডের রয়ালটি সংগ্রহের ব্যাপারে কার্যকর কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয় নাই।

কয়েক মাস পূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এই ব্যাপারে তদন্ত করেন। তদন্তে দেখা গিয়াছে, রয়ালটি বাবদ প্রায় ৪ কোটি টাকা অনাদায়ী পড়িয়া আছে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পক্ষ হইতে কখনই এই ব্যাপারে আন্তরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। একটি সূত্র জানায়, রয়ালটির বিপুল পরিমাণ অর্থ অনাদায় পড়িয়া থাকার কারণ হইল কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর অসাধুতা। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার সহিত এই অসাধু ব্যক্তিদের যোগাযোগ রহিয়াছে। গত ৩ বছরে একাধিকবার রয়ালটির টাকা উত্তোলনের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। রহস্যজনক কারণে হঠাৎ করিয়া উদ্যোগ থামিয়া গিয়াছে। একটি সূত্র জানায়, একশ্রেণীর প্রকাশক-বিক্রেতা বোর্ডের রয়ালটি প্রদানের ব্যাপারে মোটেই আন্তরিক নয়। বরং তাহারা মাঝে মাঝে বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নজরানা প্রদান করিয়া বিষয়টিকে গুরুত্বহীন করিয়া রাখিয়াছে।

শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নব নিযুক্ত চেয়ারম্যান কফিল উদ্দিনের সহিত গতকাল এই ব্যাপারে আলাপ করা হইলে তিনি বলেন, কি কারণে এতদিন রয়ালটির টাকা আদায় হয় নাই উহা খতাইয়া দেখা হইতেছে। এই ক্ষেত্রে যদি কেহ গাফিলতি করিয়া থাকেন অবশ্যই তাহার অথবা তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। তিনি বলেন, অচিরেই রয়ালটির অর্থও আদায় করা হইবে।